47

তারিখ ... 26 JUL 1994
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

আজকের কাগজ

নিপীড়িতের জন্য শিক্ষাতত্ত্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ফ্রেইরীর মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এ রকম শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং ছাত্র এই দুই পক্ষের বদলে সমগ্র শিক্ষাদলকে একটি পক্ষ হিসেবে চিন্তা করা হয়। শিক্ষা সমন্বয়কারী হিসেবে থাকেন সহায়ক। সহায়ক এবং শিক্ষাদলের সদস্যগণ সবাই পরস্পরের কাছ থেকে শেখেন। শিক্ষাদানের সবারই প্রতিসহায়ক শ্রদ্ধা দেখান এবং তাদের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন ভাবে নির্ধারিত হয় যাতে দলের সকল সদস্য অনায়াসে অংশ নিতে পারেন। সহায়কের সাহায্যে শিক্ষাদল সদস্যরা যে কোন বিষয়ে গভীর থেকে গভীরে আলোচনার মাধ্যমে যান। নিজেদের জীবনের সঙ্গে সমস্যাকে মিলিয়ে দেখেন। সমাধানের পথ খোঁজে বের করে। নিজেদের জীবনে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষাদানের প্রতিটি প্রক্রিয়ায় দল সদস্য যুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। প্রতি দিনের খোলা-খুলি আলোচনা তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ়তর করে। ফলে তারা যে কোন বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৎপর হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন

শিক্ষামাত্রই যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধারণাটি ফ্রেইরী প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিক্ষা মানে ক্ষমতা আর ক্ষমতা মানে রাজনীতি এই সত্য দ্বারা তিনি মানুষকে জাগরণের আহবান জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সচেতনতার অভাবে মানুষের পর্যবেক্ষণে বিভ্রান্তি আসে। তারা বিধানপত্রের ভাষা দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

শিক্ষা মাত্রই যে রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত এই ধারণাটি ফ্রেইরী প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিক্ষা মানে ক্ষমতা আর ক্ষমতা মানে রাজনীতি এই সত্য দ্বারা তিনি মানুষকে জাগরনের আহবান জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সচেতনতার অভাবে মানুষের পর্যবেক্ষনে বিভ্রান্তি আসে। তারা বিধানপত্রের ভাষা দ্বারা আকৃষ্ঠ হয়।

এই অবস্থাকে তিনি সম্মোহনী স্তর (Magical Stage) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যে অবস্থায় মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বিভ্রান্তির অবসান হয় তাকে তিনি বিশ্লেষণমুখী স্তর (Critical Stage) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ যখন সম্মোহনী স্তরে থাকে, সে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে পরিবর্তনে ভূমিকা বিহীন মানুষ হিসেবে মনে করে (Man is in the world)। আর যখন সে বিশ্লেষণমুখী স্তরে অবস্থান করে, নিজেকে পরিবর্তনকারী হিসেবে মনে করে (man is with the world)। তাই মানুষকে বিশ্বের পরিবর্তনকারীর ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে। আর তখন মানুষ নিজেই তার উন্নয়ন সাধন করতে পারবে।

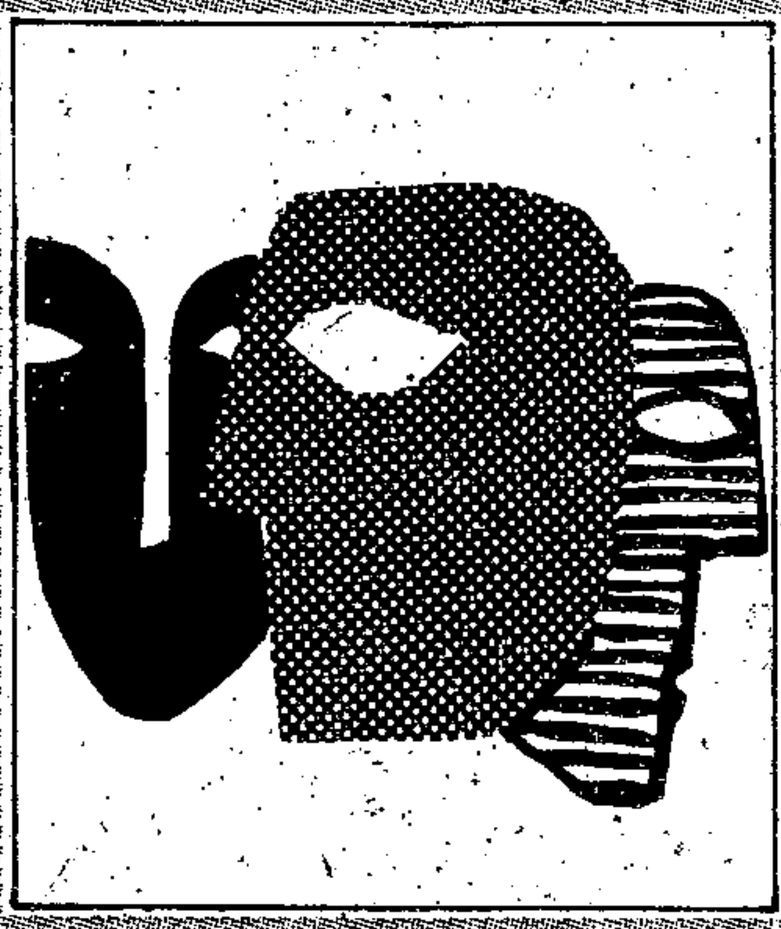

ফ্রেইরী প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির যে সমালোচনা করেছেন, প্রথম দিকে অনেকেই তাকে বিপ্লবী এবং সমাজতন্ত্রাভিমুখী তত্ত্ব হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর তত্ত্বের সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছে। দেশে দেশে এখন তাঁর তত্ত্ব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক গ্রহণ করা হচ্ছে। ইউনেস্কোর শিক্ষা কর্মসূচিতেও পাওলো ফ্রেইরীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বাক্ষরতার সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়কে সমন্বিত করে ব্যবহারিক স্বাক্ষরতা প্রদানের বিষয়ে এখন আর কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না।

আ,ন,ম হাবীবুর রহমান